দৈনিক ইনকিলাব

053

তারিখ 20 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

একজন প্রাথমিক শিক্ষকের করুণ কাহিনী

॥ আবদুল ওয়াজেদ কচি ॥

দীর্ঘ ১২ বছর পূর্বে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ক্বারী আইনউদ্দীন আহমেদ অবসরগ্রহণ করার পর বর্তমানে তিনি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ভিক্ষে করে বেঁচে আছেন। তিনি ৩৩ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করেছেন। ঐ সময় হাজার হাজার শিশুকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাদের অনেকেই আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চপদে বহাল রয়েছেন।

প্রায় ৭২ বছরের বুড়ো আইনউদ্দীন চল্লিশ দশকে নড়াইল জেলার কামাল প্রতাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি প্রাইমারী ট্রেনিংয়ে (পিটি) অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর জীবনের এ করুণ অবস্থা। পেনশনের টাকা পাবার আশায় তিনি ধরনা দেন জেলা হিসেবরক্ষণ অফিসে। দিন যেতে থাকে আর অভাব তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। পেনশনের ব্যাপারে তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি হতাশ হয়েছেন। এভাবে পার হয়ে গেছে এক যুগ বার বছর। আজো তিনি পেনশনের টাকা পাননি। আর কবে পাবেন তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ৭২ বছর বয়সের বুড়ো আইনউদ্দীনের সাথে দীর্ঘ সময় কথা বলে জানা গেছে, তিনি অবসরগ্রহণ করার পর দীর্ঘ ১২ বছর ধরে অনেক চেষ্টা করেছেন পেনশনের টাকা পাবার জন্য। কিন্তু তিনি খুশী করতে পারেননি বলে কাজটি হিসেবরক্ষণ অফিসে পড়ে রয়েছে। গ্রামের কয়েক ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু টাকা চাঁদা তুলে তিনি প্রায় প্রতিদিন জেলা হিসেবরক্ষণ অফিসে ধরনা দিয়েছেন। কোন ফল হয়নি। বরং যাতায়াত বাবদ খরচ হয়ে গেছে সব টাকা। মানুষ গড়ার কারিগর আইনউদ্দীন আহমেদ এখন চলতে ফিরতে পারেন না। গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাবার চেয়ে খান। তাঁর পক্ষে আর পেনশনের টাকার আশায় জেলা হিসেবরক্ষণ অফিসে আসা সম্ভব নয়। গ্রামের একজন শিক্ষক তাঁর জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেছেন। তিনিও একই কথা বলেছেন যে, অফিসকে খুশী করতে না পারলে পেনশনের টাকা আশা করা যায় না।

অপরদিকে ক্বারী আইনউদ্দীন আহমেদের একমাত্র উপার্জনক্ষম পুত্র মুন্সি আবদুল্লাহ গত ৩ বছর হয় নিখোঁজ হয়েছে। আইনউদ্দীনের স্ত্রী কদবানু বেগম জানান, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ যশোর জুট ইন্ডাস্ট্রিজে বদলির চাকরি করতো। একদিন বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় তাঁর মাকে বলে গিয়েছিল আগামী ঈদে বাড়ি আসবে। কিন্তু ৩টি বছর পার হয়ে গেছে আবদুল্লাহর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, কিন্তু কোন সন্ধান মেলেনি। কদবানু বেগম তাঁর ছেলের জন্য আজো পথ চেয়ে থাকেন। ভাবেন ছেলে বুঝি এই এলো। হয়ত 'মা' বলে ডেকে উঠবে।

অভাব, ছেলের শোক, এই নিয়ে ক্বারী আইনউদ্দীন আহমদের দিন কাটছে। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পতিত এ শিক্ষক পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রাখা বা এ বুড়ো এবং অচল শিক্ষক আইনউদ্দীনের পেনশনের টাকা দেবার দায়িত্ব কে নেবে? হাজার হাজার মানুষকে যে ব্যক্তি উচ্চ শিক্ষার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন ৩৩টি বছর ধরে তিনি কি শেষ সময়ে না খেয়ে মারা যাবেন?

আইনউদ্দীন কি তাঁর পেনশনের টাকা পাবেন না? কি অপরাধে, কোন আইন বলে গত ১২টি বছর তাঁর পেনশনের টাকা কর্তৃপক্ষ আটকে রেখেছেন। এ প্রশ্ন আজ অভিজ্ঞ মহলের।